মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : ৫ম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুন ২০২৪

আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবসের আলোচনা

জেনোসাইড অধ্যয়নে তরুণ গবেষকদের ভূমিকা, ২৮ মে ২০২৪

১৯৭৭ সাল থেকে প্রতিবছর ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল ফর মিউজিয়াম (আইকম) বিশ্বব্যাপী ১৮ মে, আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস পালন করে। এর প্রেক্ষিতে গত ২৮ মে ২০২৪, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এক বিশেষ প্যানেল আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস ২০২৪-এর প্রতিপাদ্য 'শিক্ষা ও গবেষণার জন্য জাদুঘর' (Museums for Education and Research)-এর আলোকে প্যানেল আলোচনার বিষয় নির্ধারিত হয় 'জেনোসাইড অধ্যয়নে তরুণ গবেষকদের ভূমিকা'। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জেনোসাইড '৭১ ডিজিটাল আর্কাইভ-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান গবেষক হাসান মোর্শেদ, যুক্তরাষ্ট্রের টারলেটন স্টেট ইউনিভার্সিটির লোকপ্রশাসন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. শাহরিয়ার ইসলাম এবং নরওয়ের অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক শরণার্থী আইন বিষয়ে পিএইচডি গবেষক নওরিন রহিম।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ট্রাস্টি মফিদুল হক ইতিহাসের স্মারক সন্ধান এবং তা প্রচার প্রসারে গবেষণার গুরুত্ব তুলে ধরেন। ইতিহাস সংরক্ষণে আজকের দিনে করণীয় কী হতে পারে, এ কাজে সকলের দায়বদ্ধতা, নতুন প্রজন্মকে গণহত্যার কারণ জেনে বুঝে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে গবেষণা করা, সম্প্রতিকালে সংঘটিত গণহত্যায় আন্তর্জাতিক মহলের ব্যর্থতা বিষয়ে তরুণদের গুরুত্ব সহকারে আলোকপাত করার আহ্বান জানান।

গবেষক হাসান মোর্শেদ গণহত্যার শিকার ও সাক্ষী হয়েছেন এমন মানুষদের মৌখিক ভাষ্য সংরক্ষণ এবং সেগুলোকে ডিজিটাল আর্কাইভ করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন। তিনি খুব সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করেন যেকোনো তথ্য-উপাত্য বা ভাষ্য লিখিত আকারে থাকলে, তার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে খুব সহজেই প্রশ্ন তোলা যায়। কিন্তু যখন কোন মৌখিক ভাষ্য অডিও এবং ভিডিও ফরমেটে ডিজিটাল আর্কাইভ করে সংরক্ষণ করা হয়, তখন তার যথার্থতা এবং বৈধতা নিয়ে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এছাড়াও '৭১-এর গণহত্যা নিয়ে প্রত্যক্ষ সাক্ষীদের মৌখিক ভাষ্য ডিজিটালি সংরক্ষণ করে তা ওয়েবসাইটে ইংরেজিতে অনুবাদ করে প্রকাশ করার ফলে সারা বিশ্বের মানুষ একাত্তরের গণহত্যা সম্পর্কে জানতে পারছে। সারা পৃথিবীর কাছে এটা খুব সহজেই পৌঁছে গেছে।

ড. শাহরিয়ার ইসলাম তার আলোচনায় ৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ে দিনব্যাপী কর্মশালা, ৮ জুন ২০২৪

মুক্তিযুদ্ধে এদেশের প্রতিটা স্তরের মানুষের অংশগ্রহণ ছিল লক্ষণীয়, বিশেষভাবে বলতে গেলে তরুণ প্রজন্মের শিক্ষার্থী, সাংস্কৃতিক দল, গবেষক, গণমাধ্যম কর্মী এবং বেসমারিক মানুষদের কথা উল্লেখ করতে হয়। তাদের ভিন্ন ভিন্ন ধারার সংগ্রাম তুলে ধরা ও বাংলাদেশের গণহত্যার উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে সেন্টার ফর দ্যা স্টাডি অফ জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস। সেন্টার কর্তৃক ৮ জুন ২০২৪ শনিবার সকাল ৯.৩০ মিনিট থেকে সন্ধা ৬.৩০ মিনিট পর্যন্ত গবেষণা পদ্ধতির উপর দিনব্যাপী বিশেষ কর্মশালা আয়োজিত হয়। এটি ছিলো মূলত 'তৃতীয় জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ ২০২৪' প্রোগ্রামের নির্বাচিত ১৯ জন ফেলো এবং 'ম্যাপিং বাংলাদেশ জেনোসাইড' প্রোজেক্টের নির্বাচিত গবেষকদের জন্য, যাতে তারা ভবিষ্যত গবেষণা কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয় এবং বাংলাদেশের গণহত্যা নিয়ে তাৎপর্যবহ গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। কর্মশালায় উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন সিএসজিজের পরিচালক মফিদুল হক। তিনি কর্মশালার মধ্য দিয়ে তরুণ গবেষকদের গবেষণা বিষয়ে সঠিক জ্ঞান এবং গবেষণার গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে বলে আশা ব্যক্ত করেন। দিনব্যাপী কর্মশালাটি চারটি সেশনে বিভক্ত ছিলো। যার প্রথম সেশনে 'সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা পদ্ধতি' বিষয়ে পাঠদান করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. সাদেকা হালিম। একজন গবেষক কীভাবে চিন্তা করবে, কীভাবে রিসার্চ প্রোজেক্ট পরিকল্পনা করবে এবং কীভাবে গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করবে ইত্যাদি বিষয়ে তিনি আলোচনা করেন। দ্বিতীয় সেশনে প্রফেসর ড. রুমানা ইসলাম, কমিশনার, বাংলাদেশ সিকিউরিটিস এ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন 'গণহত্যার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আন্তর্জাতিক আইন গবেষণা' বিষয়ে পাঠদান করেন। প্রথমত আন্তর্জাতিক আইনের সাথে গণহত্যার সাধারণ এবং বিশেষ সম্পর্ক নিয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করেন। আইনি গবেষণা, আইনি গবেষণার শ্রেণিবিভাগ, সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণার সাথে আইনি গবেষণার পার্থক্য এবং তার আন্তর্জাতিক আইনের গবেষণার অভিজ্ঞতা থেকে যেসকল প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেসব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। *৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

অনুষ্ঠিত হলো ৪৬ এবং ৪৭তম নেটওয়ার্ক শিক্ষক সম্মেলন, ১৭ মে ও ৭ জুন ২০২৪

জাদুঘরের সাথে শিক্ষার একটা সম্পর্ক সবসময়েই থাকে এবং সবদেশেই থাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলাদেশের এই সম্পর্কটা সেভাবে গড়ে ওঠেনি, এবং জাদুঘর পরিদর্শন করা এটাও পাঠ্যক্রমে বা শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত নয়। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী উদাহরণ তৈরি করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বিশ্বাস করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন, স্মারক, অসংখ্য বধ্যভূমি এইসব মিলে ইতিহাস বাংলাদেশের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে। ইতিহাসের সাথে মানুষের যত বেশি সম্পৃক্ততা হয় তত বেশি সে সমাজের শক্তিটা খুঁজে পায়। নতুন প্রজন্মের সাথে ইতিহাসের সেই সংযোগ করিয়ে দেবার দায় অনেকটা পালন করছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। সেই সূত্রে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের রয়েছে শিক্ষকদের নেটওয়ার্ক। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নানান কর্মকাণ্ডে শিক্ষকরা বিভিন্নভাবে যুক্ত হন। নিয়মিত এই শিক্ষকদের নিয়ে আয়োজিত হয় শিক্ষক সম্মিলনী। ১৭ মে ২০২৪ ঢাকা অঞ্চলের শিক্ষকদের নিয়ে এবং ৭ জুন ২০২৪ কুড়িগ্রাম ও বরিশালের শিক্ষকদের নিয়ে আয়োজিত হলো যথাক্রমে ৪৬ এবং ৪৭তম নেটওয়ার্ক শিক্ষক সম্মিলনী। দু'টি সম্মিলনীতে আলোচনার বিষয় হিসেবে ছিলো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিচালিত আউটরিচ এবং রিচআউট শিরোনামের শিক্ষাকর্মসূচি আরো ফলপ্রসূ করার জন্য করণীয়, শিক্ষার্থীদের সংগৃহীত প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য সংগ্রহ অব্যাহত রাখা, বিদ্যালয় পর্যায়ে পাঠ্যক্রম ভিত্তিক ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি বিষয়ে শিক্ষকদের পরামর্শ এবং মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক গবেষণাকাজে শিক্ষকদের সহায়তা কামনা। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ব্যবস্থাপক (কর্মসূচি) রফিকুল ইসলামের সঞ্চালনায় এই আয়োজনে ব্যবস্থাপক (শিক্ষা ও প্রকাশনা) সত্যজিৎ রায় মজুমদার জাদুঘর পরিচালিত শিক্ষাকর্মসূচির বিভিন্ন দিক তুলে ধরে শিক্ষক সম্মিলনীর আলোচ্যসূচি ব্যাখ্যা করেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি মফিদুল হক বলেন যেসব কাজ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর করছে তাতে নেটওয়ার্ক শিক্ষকদের সাড়া আমাদের অনুপ্রাণিত করে। শিক্ষকদের রয়েছে সামাজিক অবস্থান, সেই অবস্থান থেকে তারা যেমন শিক্ষার্থীদের ইতিহাসের সাথে সংযুক্ত করার দায়িত্ব পালন করেন তেমনি মুক্তিযুদ্ধকালীন নানা তথ্যও তারা সহজে আহরণ করতে পারেন। সম্প্রতি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রস্তাবনায় ইউনেস্কোর মেমরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড-রিজিওনাল রেজিস্টার-এ

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন প্রণিত 'সুলতানার স্বপ্ন' অন্তর্ভুক্তি উল্লেখ করে তিনি শিক্ষকদের নিজ নিজ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গ্রন্থটি পাঠের উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীরা ৩ থেকে ৫ জনের গ্রুপ করে পাঠ করবে 'সুলতানার স্বপ্ন'। পাঠ সমাপণে তারা দলবদ্ধভাবে তাদের প্রতিক্রিয়া ও ভাবনা উপস্থাপন করবে, এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা পাঠ প্রতিক্রিয়া লিখতে পারে, পোস্টার উপস্থাপনা বা ভিডিও উপস্থাপন করতে পারে। শিক্ষকদের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রকাশিত 'সুলতানার স্বপ্ন'-এর দ্বিভাষিক গ্রন্থ প্রদান করা হয়। সম্প্রতি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিচালিত সেন্টার ফর দ্যা স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস যুক্তরাষ্ট্রের দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত হয়ে বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে সংঘটিত 'জেনোসাইড' বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করছে। একাজে মাঠ পর্যায়ের গবেষণা কর্মে নেটওয়ার্ক শিক্ষকরা সহায়ক ভূমিকা পালন করবেন। সিএসজিজে-এর কো-অর্ডিনেটর ইমরান আজাদ বিষয়টি ব্যখ্যা করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের জেনোসাইডের স্বীকৃতি না পাবার একটি কারণ আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা কম হওয়া। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এ বিষয়ে কাজ করছে। এই গবেষণায় মাঠ পর্যায় থেকে নির্যাতন-নিপীড়ন, গণহত্যা, লুণ্ঠনের তথ্য সংগ্রহ করা হবে। সম্মেলনের দ্বিতীয়ার্ধে শিক্ষকবৃন্দ বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে দলীয় কাজের মাধ্যমে আলোচ্য বিষয়ে তাদের পরামর্শ ও সুপারিশ নির্ধারণ করেন। সবশেষে দলীয় কাজ উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে শিক্ষক সম্মিলনীর সমাপ্তি ঘটে।

তৃতীয় জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ

তরুণ গবেষকদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম

তরুণ প্রজন্মকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করতে, বাংলাদেশের ইতিহাস সংরক্ষণ ও বাংলাদেশ বিনির্মাণে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে আয়োজিত হয়েছে তৃতীয় জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ ২০২৪। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২৪ এপ্রিল ২০২৪ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত তৃতীয় জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপে অংশগ্রহণকারীদের সাথে সেন্টার ফর দ্যা স্টাডি অফ জেনোসাইড এ্যান্ড জাস্টিসের ওরিয়েন্টেশন ও চুক্তি সাক্ষর হয়।

এবারের নির্বাচিত গবেষণা প্রস্তাবগুলোর মধ্যে রয়েছে: ১৯৭১ সালে সংঘটিত গণহত্যার স্বীকৃতি, গণহত্যা ও আন্তর্জাতিক আইন, গণহত্যা ও ন্যায় বিচারের তুলনামূলক অধ্যায়ন, মুক্তিযুদ্ধে ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও তাদের অপরিসীম বীরত্বগাথা, যুদ্ধাপরাধের বিচার, ১৯৭১ সালে যৌন সহিংসতার শিকার নারীদের জন্য ন্যায়বিচার, বিভিন্ন ধারার পাঠ্যক্রমে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাসের অন্তর্ভুক্তি ইত্যাদি। গবেষণা প্রস্তাবগুলো নবীন গবেষকদের অনুসন্ধিৎসু মন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইতিহাসের প্রতি দায়বদ্ধতার বহিঃপ্রকাশ। উল্লেখ্য, তৃতীয় জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপে একক এবং দলীয় মোট ১২টি পৃথক গবেষণা প্রস্তাবকে নির্বাচিত করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি মফিদুল হক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সেন্টার ফর দা স্ট্যাডি অফ জেনোসাইড এন্ড জাস্টিসের সমন্বয়ক ইমরান আজাদ, ফেলোশিপের মেন্টরবৃন্দ এবং সেন্টারের স্বেচ্ছাসেবকগণ। মফিদুল হক মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সমৃদ্ধি, তথ্য বহুলতা এবং গবেষণার সুযোগগুলো তুলে ধরেন, পাশাপাশি তিনি চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানকে 'ইতিহাসের সাথে চুক্তি সম্পাদন' হিসেবে অভিহিত করেন। সেন্টারের সমন্বয়ক ইমরান আজাদ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণার গুরুত্ব তুলে ধরেন। নবীন গবেষকদের পরবর্তী চারমাস ফেলোশিপের অধীনে অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব-কর্তব্য এবং নিয়ম নীতি সম্পর্কে অবহিত করেন। একবিংশ শতাব্দীর স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে মুক্তিযুদ্ধ, গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধের বিচার, গণহত্যার স্বীকৃতি, মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস উন্মোচন এবং পাঠ্যক্রমে সঠিক ইতিহাস অন্তর্ভুক্তিকরণ বিষয়ক নিগূঢ় অনুসন্ধান আসলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বীর মুক্তিযুদ্ধাদের সাহসী আত্মত্যাগের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার নামান্তর। এই আয়োজনের মাধ্যমে নবীন গবেষকদের ইতিহাসের দায় মেটানোর পথে যাত্রা শুরু হলো। পরবর্তী ৪ মাস জুড়ে গবেষকগণ সেন্টার ফর দ্যা স্ট্যাডি অফ জেনোসাইড এ্যান্ড জাস্টিসের পরিচালক এবং গবেষণা পরামর্শকদের অধীনে গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে এবং গবেষণা প্রস্তাবনার বিষয়ে অনুসন্ধানের মাধ্যমে গবেষণাপত্র প্রণয়ন করে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস অনুসন্ধান এবং সংরক্ষণের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ বিনির্মাণে অবদান রাখবে।

বিধি সম্বলিত চুক্তিপত্র গবেষকদের হাতে স্বাক্ষরের জন্য তুলে দেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি, সমন্বয়ক এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা পরামর্শকগণ। গবেষকবৃন্দ গবেষণা পরামর্শকদের কাছ থেকে গবেষণা প্রস্তাবনা এবং গবেষণা পরিকল্পনা বিষয়ক প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা লাভ করেন। সিএসজিজে আশা করে এ ধরনের আয়োজন মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর তরুণ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আরো গভীরভাবে অনুধাবন এবং অনুভবের সুযোগ দিবে। এর মাধ্যমে তারা ইতিহাস সচেতন এবং দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে।

তাসনিম তারান্নুম প্রজ্ঞা

লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশের পুনর্মিলনী ও সনদ বিতরণ

৩১ মে ২০২৪

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে গত ৩১ মে বিকাল ৪টায় অনুষ্ঠিত হয় মুক্তি ও মানবাধিকার বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র উৎসব ‘লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ’-এর পুনর্মিলনী ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে এ বছর অনুষ্ঠিত দ্বাদশ লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ ২০২৪-এর স্বেচ্ছাকর্মীদের সনদ বিতরণ করা হয় ও উৎসব পরিচালক পরবর্তী ডকফেস্টের পরিকল্পনা তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ-এর উৎসব পরিচালক মফিদুল হক, জাদুঘরের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম এবং ডকফেস্টের আর্টিস্টিক ডিরেক্টর ফরিদ আহমদ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডকফেস্টের আর্টিস্টিক ডিরেক্টর ফরিদ আহমদ। তিনি বলেন, ‘প্রায় এক মাস বিরতিতে আবার দেখা হচ্ছে সবার সাথে। উৎসবের ব্যস্ততার কারণে অনেকের সাথেই সরাসরি কথা বলার সুযোগ হয়নি। আর যেটা হয়নি সেটা হলো ধন্যবাদ দেওয়া। এতো বড় একটি উৎসব, পাঁচ দিনব্যাপী, এই উৎসবটা আয়োজনের চিন্তাই করা যেতো না যদি না আপনারা অংশগ্রহণ করতেন। আমরা এই আয়োজনকে আরও বড় পরিসরে নিয়ে যেতে চাই। আমাদের ভবিষ্যৎ কার্যক্রমে আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ কমনা করি। জাদুঘরের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম তার বক্তব্যে বলেন, যে একঝাঁক তরুণ রাত দিন পরিশ্রম করে ১২তম লিবারেশন ডকফেস্টকে সফল করেছেন তাদের প্রতি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষ থেকে অশেষ ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। মুক্তি ও প্রামাণ্যচিত্র উৎসবটি ২০০৬ সালে শুরু হয়েছিল, সেগুনবাগিচার ছোট্ট একটি অডিটোরিয়ামে। উৎসবের এটি ১২তম আসর। এই উৎসব আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফেস্টিভালে পরিণত হয়েছে। প্রথম থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত স্বেচ্ছাকর্মীদের ওপর নির্ভর করেই হয়েছে। শুরুর দিকে বাংলাদেশের খ্যাতিমান চলচ্চিত্র নির্মাতারা পেছনে থেকেছেন। তারা হয়তো পেছন থেকে পরামর্শ দিয়েছেন, কিন্তু মূল কাজটি স্বেচ্ছাসেবী তরুণরাই এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। সে কারলেই এটি একটি আন্তর্জাতিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। তাই আমরা আশা করি যে, আগামীতেও সকল কার্যক্রমে আপনাদের অংশগ্রহণ থাকবে।

দ্বাদশ লিবারেশন ডকফেস্টের স্বেচ্ছাকর্মীরাও উৎসব নিয়ে তাদের অনুভূতি ও মতামত প্রদান করেন। স্বেচ্ছাকর্মী মো শামীম হোসেন বলেন, ‘আমি যখন আমার ইউনিভার্সিটি গিয়েছি তখন প্রত্যেকে আমাকে বলতো আমি ইন্ট্রোভার্ট, এই ইন্ট্রোভার্ট কথাটা কিন্তু আমার সাথে এখনও লেগে আছে। কিন্তু আমার মনে হয় আমি যখন এই উৎসবে প্রথম দিন এসেছি, সেইদিন থেকে এখানে যারা ভলান্টিয়ার ছিল, অর্গানাইজার ছিল কিংবা যারা কোঅর্ডিনেটর ছিল, তারা যেভাবে বিহেভ করেছে আমাদের সাথে, আমার কাছে মনে হয়েছে যে, আমি যে একজন ইন্ট্রোভার্ট ছিলাম, সেইদিকটা আমি অনেকটাই কাটিয়ে উঠতে পেরেছি আপনাদের সবার সাথে পরিচিত হয়ে।’ আরেকজন স্বেচ্ছাকর্মী ফৌজিয়া ইসলাম নওশীন বলেন, ‘আমি একদম যদি শুরু থেকে বলি, এই উৎসবের পোস্টটি আমার মতো হয়তো অনেকেই ফেসবুকে প্রথম দেখেছিল। ছোটবেলা থেকেই ভলান্টিয়ারিংয়ের প্রতি আমার আগ্রহ। সেই আগ্রহের জায়গা থেকে আমার অ্যাপ্লাই করা। যেহেতু এখানে বলেছিল ডকুমেন্টারি ফেস্ট, আমার নিজের ডকুমেন্টারি অতটা দেখা হতো না, এই উৎসব নিয়ে আমি ভালোভাবে জানতাম না, তারপরও আমি আবেদন করেছি। কারণ আমি নিশ্চিত ছিলাম, এখানে হয়তো নেওয়া হবে না আমাকে, কিন্তু তাও এখানে আমি নির্বাচিত হই ভলান্টিয়ার হিসেবে। এটা আমার জন্য অনেক বড় কিছু। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মত একটা প্লাটফর্মে কাজ করা আমার জন্য অনেক বড় বিষয়। তাই আমি অনেক ধন্যবাদ জানাই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে আমাদেরকে এই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য।’

সবশেষে বক্তব্য রাখেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশের উৎসব পরিচালক মফিদুল হক। তিনি বলেন, ‘আজকের দিনটি আসলে আনন্দ-উৎসবই আমাদের। আর তা যদি আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে বলি, তাহলে বলা যায় যে, আজকে এই দ্বাদশ লিবারেশন ডকফেস্টের আমরা সমাপনী টানছি এবং ত্রয়োদশ লিবারেশন ডকফেস্টের সূচনা করছি। এপ্রিলের ১৮-২২ তারিখ যে ফেস্টিভ্যালটি আমরা সকলে মিলে করলাম, সেখানে বিশেষ করে ভলান্টিয়ারদের যে অংশ গ্রহণ, সেখান থেকে আজকে যে পুনর্মিলনী নানা জায়গায় নানাভাবে তোমরা কাজ করেছো। এই কাজের সুবাদে ছবি দেখার সুযোগটাও কম হয়েছে। অনেকেরই অনেকরকম দায়িত্ব ছিল। অনেকের হয়তো ইয়ুথ জুরি হিসেবে বা অন্যভাবে কিছু কিছু ছবি দেখা হয়েছে। যেটা আমাদের কাছে খুব ভালো লেগেছে, নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে নানা ডিসিপ্লিনের শিক্ষার্থীরা এসে এই উৎসবে কাজ করেছে এবং এরিয়া অফ ইন্টেরেস্ট যদি বলি, একটি হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, তার আহ্বান, আর একটি হচ্ছে ডকুমেন্টারি ফিল্ম, ডকুমেন্টারি ফিল্মের মধ্য দিয়ে জীবন কিভাবে প্রতিফলিত হয়, সব মিলিয়ে বলা যায় যে, খুব বড় একটি শৈল্পিক উদযাপন, শৈল্পিক পারিপার্শ্বিকতা এই লিবারেশন ডকফেস্ট তৈরি করে। আর বিশেষ করে নিজেদের মধ্যে সবকিছু যে খুব ফরমালি হতে হবে তা নয়, আজকের আলোচনাটি আমার মনে হয় খুবই ইনফরম্যালি করতে চাচ্ছি, আর এই আলোচনার পরেই তো সার্টিফিকেট দেওয়া হবে, তারপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে, পরিবেশন করবে যারা ভলান্টিয়ার তারাই। আমি সকলের সাফল্য কামনা করি। ধন্যবাদ সবাইকে।’

মফিদুল হক তার বক্তব্য শেষে উপস্থিত স্বেচ্ছাকর্মী ও উৎসব সহকারীদের হাতে সনদপত্র তুলে দেন। সনদপত্র বিতরণ শেষে স্বেচ্ছাকর্মীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আবৃত্তি পরিবেশন করেন স্বেচ্ছাকর্মী সুদীপ্ত বড়ুয়া, মো. শামীম হোসেন, মাহমুদ খালিদ ও ফাতেমা তাসনিম জুমা, গান পরিবেশন করেন সৈয়দা ফওজিয়া ইসলাম নওশিন ও নাচ পরিবেশন করেন উৎসব সহকারী জাহরা নুসরাত।

এম. ফারহাতুল হক (ফারহাত)
উৎসব সমন্বয়ক, লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ

গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ে দিনব্যাপী কর্মশালা

১ম পৃষ্ঠার পর

তৃতীয় সেশনে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ইতিহাস গবেষণার উপর দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি ইতিহাস, ইতিহাস ভিত্তিক গবেষণা, গবেষণার সময় এবং ক্যালেন্ডার তৈরি, প্রাথমিক উৎস এবং দ্বৈতয়িক উৎস নিয়ে কাজ, ব্যাখ্যা এবং বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য, তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং জাতিকেন্দ্রিক পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। কর্মশালার সর্বশেষ সেশনে ‘বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা: প্রতিবন্ধকতা এবং সেগুলো অতিক্রম করার উপায়’ শীর্ষক শিরোনামে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাথে তার গবেষণার সংযোগ, বিষয় নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা, গবেষণায় বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা এবং কেনো এত বছর বাংলাদেশের গণহত্যা নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছেন ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন প্রফেসর ড. আশফাক হোসেন, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি নতুন গবেষকদের সঠিকভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে বিশেষ পরামর্শ প্রদান করেন। প্রতি সেশন শেষে অংশগ্রহণকারী তরুণ গবেষকগণ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেন এবং রিসোর্স পার্সনরা প্রশ্নের বিস্তারিত আলোচনা এবং পরামর্শ প্রদান করেন। কর্মশালা পরিচালনা করেন সেন্টার ফর দ্যা স্টাডি অফ জেনোসাইড এ্যান্ড জাস্টিসের সমন্বয়ক ইমরান আজাদ। কর্মশালায় ‘তৃতীয় জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ ২০২৪’ প্রোগ্রামের পরামর্শদাতাগণ উপস্থিত ছিলেন।

আরাফাত রহমান
ভলান্টিয়ার, সিএসজিজে

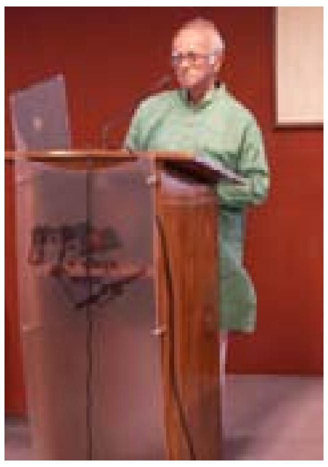

গ্রন্থাগারিক এবং প্রকাশকদের জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের যৌথ আয়োজনে দু'টি কর্মশালা, ১৫ মে ও ৫ জুন

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তার নানাবিধ কর্মকাণ্ড পরিচালনার পাশাপাশি একটি সংস্কৃতিবান্ধব, বইবান্ধব সমাজ গঠনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিনিয়ত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ যেমন সম্পৃক্ত হচ্ছে তেমনি সম্পৃক্ত হচ্ছে অনেক প্রতিষ্ঠান। এমনই একটি প্রতিষ্ঠান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র। প্রতিষ্ঠানটি বেসরকারি গ্রন্থাগার এবং প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রশিক্ষণ এবং কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটি তাদের এই আয়োজনের সাথে যুক্ত করেছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের যৌথ উদ্যোগে ১৫ মে ২০২৪ বেসরকারি গ্রন্থাগারিকদের জন্য 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রসারে বেসরকারি গ্রন্থাগারের ভূমিকা' শীর্ষক কর্মশালা এবং ৫ জুন ২০২৪ 'প্রকাশকদের জন্য সৃজনশীল প্রকাশনা খাত: চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা, নতুন প্রজন্মের প্রকাশকদের সৃজনশীল ভূমিকা' বিষয়ক কর্মশালা আয়োজিত হয়। কেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে এই আয়োজন। এ প্রসঙ্গে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক মিনার মনসুর বলেন, মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশকে, আমাদেরকে আজকে পরিচিতি দিয়েছে, মর্যাদা দিয়েছে, সম্মান দিয়েছে সেই মুক্তিযুদ্ধকে একেবারে চোখের সামনে হৃদয় দিয়ে স্পর্শ করার, চোখ দিয়ে দেখার এটার চেয়ে বড় শিক্ষা তো আর নেই। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একবছর লেখাপড়া করার চাইতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে একবার ঘুরলে অনেক বেশি জানা যায়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এই আয়োজনের আরেকটি কারণ তিনি ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, এই যে এত বিশাল একটা জাদুঘর এটা মাত্র ৮ জন ব্যক্তি শুরু করেছিলেন বেসরকারি উদ্যোগে। আজকে সেটা এত বিশাল একটা প্রতিষ্ঠান। বাস্তব একটা সাক্ষ্য যে বেসরকারি উদ্যোগের কিংবা সামাজিক উদ্যোগের শক্তি কত বড়। মানুষ চাইলে কি না করতে পারে। কাজেই বেসরকারি গ্রন্থাগার বা প্রকাশকরা চাইলেও অনেক কিছু করতে পারেন। এখান থেকে গ্রন্থাগারিক এবং প্রকাশকরা সেই অনুপ্রেরণা নিয়ে যাবেন। ট্রাস্টি মফিদুল হক বলেন, বাংলাদেশে বই এবং প্রকাশনার জগতে মুক্তিযুদ্ধের বই বলে একটি ধারা আছে, যা বিশ্বে অন্য দেশে নেই। তিনি বাংলাদেশে শত বছরের বেসরকারি গ্রন্থাগারের ইতিহাস এবং স্বাধীন দেশে ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারগুলোর ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার গড়ে ওঠার কথা বললেন, প্রকাশনা খাতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রকাশনার পথিকৃত চিত্তরঞ্জন সাহা থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের বইয়ের বিবর্তনের কথা তুলে ধরেন। তিনি মনে করেন, সমাজের শক্তি এবং তার সাথে সরকারের সহায়ক নীতি এবং সহায়তা দরকার। আর এই সংযোগই পরিবর্তন ঘটাতে পারে। আমাদের দেশে যেভাবেই হোক সামাজিক শক্তিটা অনেকভাবে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। গ্রন্থাগারিক এবং প্রকাশকরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিজেদের সম্মিলিত প্রয়াসেই অনেক কিছু করতে পারেন বলে তিনি বিশ্বাস করেন। গ্রন্থাগারিকবৃন্দ দলীয় কাজের অংশ হিসেবে আগামী তিন মাসে লাইব্রেরিগুলো মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কোন ধরনের আয়োজন করতে পারেন সে বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। প্রকাশকদের জন্য প্রকাশনা খাতে নতুন ভাবনা এবং চ্যালেঞ্জ শিরোনামে বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষক এ এস এম সামছুল আরেফিন। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের ৫৩ বছর পরে প্রকাশনা হবে গবেষণা ভিত্তিক। এবং প্রতিটি গ্রন্থের তথ্য-উপাত্তের যথার্থতা নিশ্চিত করতে হবে, তবেই তা ভবিষ্যতে ইতিহাসের উপাদানে পরিনত হবে। আয়োজক এবং গ্রন্থাগারিক ও প্রকাশকরা কর্মশালার সমাপনে আশা প্রকাশ করেন যে জাদুঘরের সাথে তাদের যে সংযোগ তৈরি হয়েছে ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকবে এবং ক্রমে দৃঢ় হবে।

মাদারীপুর জেলার শিক্ষার্থীরা দেখলো ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

মাদারীপুর জেলা ইতিহাস সমৃদ্ধ একটি জনপদ। প্রাচীনকালে মাদরীপুরের নাম ছিল ইদিলপুর। মাদারীপুর জেলার পূর্ব দিকে পদ্মা ও আড়িয়াল খাঁ নদী। মাদারীপুর শহর একটু লম্বাটে। টেনিস কমপ্লেক্স থেকে ভেতরের দিকে নতুন শহর হয়ে পুরনো বাজার পর্যন্ত বিস্তৃত। মূল শহর খুব একটা বড় নয়। কিন্তু বর্তমানে শহর লম্বালম্বিভাবে মুস্তফাপুরের দিকে সম্প্রসারিত হয়েছে। জেলার মূল জেলা সড়ক থেকে উপজেলায় যাওয়ার রাস্তা আগের তুলনায় ভাল হয়েছে।

মাদারীপুর সদরে আছে মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি জাদুঘর ও জয় বাংলা স্তম্ভ। মুক্তিযুদ্ধে মাদারীপুর ছিল ৮ নম্বর সেক্টরের অধীনে। ১৯৭১ সালে মাদারীপুর শহরে হাওলাদার জুটমিলে পাকি-বাহিনী বড় ঘাঁটি করেছিলো। মাদারীপুর থেকে পাকিস্তানি সেনারা শরীয়তপুরেও লঞ্চযোগে অপারেশনে যেতো। প্রতিরাতে অসংখ্য নিরীহ নিরাপরাধ মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে হাওলাদার জুটমিলে। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে সমাদ্দার এলাকায় পাকবাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মুখযুদ্ধ হয়। পাকি-বাহিনী ও রাজাকাররা এখানে কয়েকটি বাজার ও গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। 'মুক্তিযুদ্ধে মাদারীপুর' নামে মাদারীপুরের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে প্রথম বই লিখেছেন অধ্যাপক বেনজীর আহম্মদ টিপু। বইটিতে মাদারীপুরের মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক ইতিহাস অনেকটা উঠে এসেছে। মাদারীপুর জেলার কয়েকটি বধ্যভূমি রয়েছে সেগুলোর মধ্যে হাওলাদার বধ্যভূমি, সমাদ্দার বধ্যভূমি, বাহাদুরপুর বধ্যভূমি এবং কেন্দুয়ার কলাগাছিয়া বধ্যভূমি অন্যতম।

ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মাদারীপুর জেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করে। মাদারীপুরের বর্তমান জেলা প্রশাসক মো. মারুফুর রশিদ খান ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্মসূচি সম্পর্কে খুব আন্তরিক ছিলেন। স্কুল ও মাদ্রাসায় এই কর্মসূচি পরিচালিত হয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে ব্যাপক ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেছে। ডাসার উপজেলার সনমান্দী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৈয়দা ইসরাত ইমাম বলেন, নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি কিন্তু তারা জেনেছে তাদের পূর্বপুরুষরা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানার তৃষ্ণাটা যেন তাদের বাড়িয়ে দিল ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাস জানা তাদরে জন্য অতি জরুরী ছিল। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও মূল্যবোধ অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে দেশ ও জাতি গঠনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের এ মহতি উদ্যোগের প্রয়োজনীতা ও গুরুত্ব অপরিহার্য।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের রিচআউট কর্মসূচির আওতায় 'নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ' শিক্ষা কর্মসূচি ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রদর্শনী মাধ্যমে মাদারীপুর জেলা সদরসহ ৫ উপজেলায় ১৮ কার্যদিবসে ২১ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১৯ উচ্চ বিদ্যালয় ও ২ মাদ্রাসাসহ মোট ২২,৫১৪ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ২২ জন নেটওয়ার্ক শিক্ষক এ কর্মসূচিতে যুক্ত হয়েছেন। এছাড়া মাদারীপুর জেলার বিভিন্ন জায়গায় ৪টি উন্মুক্ত প্রদর্শনীতে ২০,৫০০ জন সাধারণ দর্শণার্থী ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করে।

মো. হাকিমুল ইসলাম
সহকারী কর্মসূচি কর্মকর্তা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য সংগ্রহ

মৌখিক ইতিহাস বা ওরাল হিস্ট্রি ব্যবহারের প্রবণতা প্রথম দেখা গিয়েছিল গত শতকের পঞ্চাশের দশকে পাশ্চাত্যে। ক্রমে এর প্রসার ঘটে। আশির দশকে একাডেমিকভাবে ওরাল হিস্ট্রি চর্চা স্বীকৃত হয়। প্রামাণ্যিকরণের দলিল হিসেবে ওরাল হিস্ট্রির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে একাত্তরের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির ব্যবহার খুবই প্রচলিত। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের 'ছাত্র-ছাত্রীদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং মানবাধিকার ও শান্তি-সম্প্রীতির ভাবধারায় উদ্বুদ্ধকরণ' প্রকল্পের আওতায় মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী-ভাষ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধিদের কাছে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ একাত্তরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন ভাষ্যগুলোতে। এতে উঠে এসেছে মুক্তিযুদ্ধকালীন দেশের হাজার রকম বৈচিত্র্যময় ঘটনা। এক রাজাকার বর্ণনা করেছে তার বক্তব্য। সাভার এলাকার একজন বীরাঙ্গনা মা নিজে তার নির্যাতনের বর্ণনা দিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং ইতিহাসের মর্মান্তিক কষ্টগুলো প্রতিদিন জমা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আর্কাইভে। শুরু থেকে এ পর্যন্ত ৫৫ হাজার ভাষ্য এসে পৌঁছেছে। এগুলো ইতিহাসের উজ্জ্বল দর্পন।

বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ থানার সেন্ট আলফ্রেডস হাই স্কুলে পড়ে নবম শ্রেণির ছাত্রী ডালিয়া। সিস্টার অনুর কাছ থেকে শুনে সে লিখেছে, 'অনেক জায়গায় মৃত মানুষের স্তূপ দেয়া হয়েছে। পুলিশ ক্যাম্পের পেছনেই একটা পুল ছিল। সেখানে পড়ে আছে হাজার মানুষের লাশ। কুকুরে পানি থেকে তুলে এনে দেহগুলো খাচ্ছে। শকুনেও খাচ্ছে।' একাত্তরে সিস্টার অনু বরিশাল বালিকা কলেজে পড়তেন। তিনি খ্রিস্টান ছিলেন এবং ওই এলাকার পাকিস্তানি বাহিনীতে খ্রিস্টান সদস্য থাকায় প্রাণে বেঁচে যান।

মানুষের মৃত্যু সম্পর্কিত আর একটা ভাষ্যের উল্লেখ করি। 'ডোবার চারপাশে প্রায় ৫শ লোক প্রাণের ভয়ে লুকিয়ে ছিলো। গ্রামের এক রাজাকার মিলিটারির গাড়ি থামিয়ে তাদের সেই ডোবার কাছে ডেকে আনে। মিলিটারিরা সেই ডোবার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে চারদিকে ঘুরে ঘুরে গুলি করেছিল। সব মানুষই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। প্রায় শুকনা সেই ডোবা ভরে উঠেছিল মানুষের রক্তে।' এটা চাখার এলাকার কাহিনী।

শিরিন আক্তার নামে ৮ম শ্রেণীর ছাত্রী নওপাড়া নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, দিনাজপুর থেকে পাঠিয়েছে এই ভাষ্যটি। 'আমার দাদীর এক চাচাতো ভাই জীবনের ভয়ে ল্যাট্রিনে লুকিয়েছিলো। পাকসেনারা সেখান থেকে তাকে বের করে আমবাগানে দুই হাত-পা বেঁধে তার গায়ের মাংস কেটে তাকে খাওয়ায় এবং কাটা গায়ে লবণ লাগিয়ে দেয়।'

সোহেল রানা রাজবাড়ি জেলার রামদিয়া বিএমবিসি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র। ঘটনা বর্ণনা করেছেন তার দাদা মো. মকছেদ আলী শেখ। সোহেল লিখেছে, আমি যার কাছে ৭১-এর কাহিনীটি শুনি, বলতে গিয়ে তার চোখ অশ্রুতে টলমল করে ওঠে। সেই সাথে আমিও খুব দুঃখ পাই। 'একদিন মিলিটারি আমাদের গ্রামে হানা দেয়। আমার চাচাত বোনকে ধরে নিয়ে নির্যাতন করে। তার ছিন্নদেহ আজও আমার চোখে ভাসছে। এক সময় আমার মা ও বোনকে ঘরে আটকে আগুন ধরিয়ে দেয় বেইমানরা। আমি আমার মা ও বোনকে হারানোর বেদনা ভুলতে পারি না।'

কমবেশি সব লেখা জুড়ে রয়েছে এই ধরণের শোকের আবহ। প্রতিনিয়ত এই শোক আমরা সংগ্রহ করছি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আর্কাইভে। দিনে দিনে এ সংগ্রহ যত বিশাল হবে ততই সঞ্চিত হবে একাত্তরে আমাদের অর্জন–আমাদের কষ্টের ও গৌরবের এক সুমহান ইতিহাস। মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখনও লিখিত হয়নি বলে অনেকে মন্তব্য করেন। সারা দেশ থেকে পাঠানো শিশুদের সংগৃহীত এই সমস্ত ভাষ্য অচিরে তাকে পূর্ণাঙ্গ করতে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

সত্যজিৎ রায় মজুমদার
ব্যবস্থাপক, শিক্ষা ও প্রকাশনা

৭১-এর গণহত্যায় মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গি

গত ২৬ এপ্রিল ২০২৪ ইউএস এইড এবং মার্কিন দূর্তাবাসের বেশ কয়েকজন প্রতিনিধি এসেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় দিনগুলোর কথা জানতে। প্রাচীন বাংলার জনপদের পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলে বৃটিশ শাসন আমলের দিকে। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন, ভারত-পাকিস্তান নামের দুইটি নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব, ৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ৬৬-এর ছয়-দফা, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ৭০-এর নির্বাচন, একাত্তরের গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধ।

৬ এপ্রিল ১৯৭১, ঢাকায় মার্কিন দূর্তাবাসের কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাডসহ ২০ জন ঢাকা ও ওয়াশিংটন স্টেট ডিপার্টমেন্টের কূটনীতিবিদরা ব্যতিক্রমী ঐতিহাসিক ভিন্নমত জানিয়ে স্টেট ডিপার্টমেন্টে চিঠি পাঠান। তাঁরা পাকিস্তানি বাহিনীর গণতন্ত্র দমন ও নির্যাতনের প্রতিবাদ না করার এবং পাকিস্তানের সরকারকে আগাম সমর্থন প্রদানের মার্কিন নীতির প্রতিবাদ জানান। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন প্রশাসনের কাছে মানবতাবিবর্জিত ভূ-রাজনৈতিক কৌশল ও নীতি অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আর্চার ব্লাডের এই গুরুত্বপূর্ণ টেলিগ্রামটি প্রদর্শিত আছে। এই অংশটি মার্কিন দূর্তাবাসের প্রতিনিধিরা অধিক মনোযোগ দিয়ে দেখেন। এন্থনি মার্কসের কাছে জানতে চেয়েছিলাম ১৯৭১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান এবং আর্চার কে ব্লাডের প্রেরিত টেলিগ্রাম দেখে তার অভিমত কী। মার্কসের মতে আর্চার ব্লাড ঐ সময়ে যে প্রতিবেদন দিয়েছিলেন তা থেকে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট বোঝা যায়। আমার পক্ষ থেকে কখনোই গণহত্যার পক্ষে কথা বলবো না কিন্তু আমি এবং রাষ্ট্র দুইটি আলাদা বিষয়। বর্তমানে ফিলিস্তিনের মানুষের উপর যে গণহত্যা চলছে আমি তাঁর পক্ষে নই কিন্তু আমার রাষ্ট্র ইসরায়েলের পক্ষে সমর্থন দিচ্ছে। সাধারণ মানুষ সবসময়ই যুদ্ধ এবং গণহত্যার বিপক্ষে। মার্কস আরও জানান ১৯৭১ সালের ১ আগস্ট নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে অনুষ্ঠিত The Concert for Bangladesh-এ তিনি একজন শ্রোতা হিসেবে ছিলেন। তাঁর বয়স তখন সবেমাত্র সাত বছর সেই বয়সেই জর্জ হ্যারিসনের 'বাংলাদেশ' গানটি তাকে কাঁদিয়েছে।

মার্কিন প্রশাসন পাকিস্তানপন্থী হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ জনগণ এবং সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি বাংলাদেশের গণহত্যার নিন্দা প্রকাশ করেছিলেন যা আজকের দিনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আগত মার্কিনীদের একটু হলেও স্বস্তি দেয়।

ইয়াছমিন লিসা

রংপুর জেলায় মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিময় স্থান

লোকমুখে প্রচলিত রঙ্গপুর যা আজকের রংপুর। জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছড়িয়ে দেয়ার সময় স্থানীয় ও মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে জেলার স্মৃতি বিজড়িত বিভিন্ন স্থানের তথ্য জানা যায়। সেই সকল সংগৃহীত স্মৃতিময় স্থানের কিছু তথ্য-

জেলা পরিষদ ডাক বাংলো : সুহৃদ মো. আখতারুজ্জামান স্যান্ডো ও শেখ খয়রুল আলম স্মৃতি চারণে বলেন, বঙ্গবন্ধু রংপুরে বেশ কয়েকবার এসেছিলেন। রংপুরে সাংগঠনিক ও নির্বাচনের প্রচারনায় ১৯৫৬, ১৯৬৪, ১৯৬৬, ১৯৬৯ ও ১৯৭০-এ এসেছিলেন। সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় আর্টস কাউন্সিল (বর্তমানে টাউন হল), পাবলিক লাইব্রেরি মাঠে। এছাড়া শহরতলীর নিসবেতগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠের সমাবেশে বক্তৃতা করেন। বঙ্গবন্ধু রংপুরে আসলে অধিকাংশ সময় রাত্রী যাপন করেছেন শহরের পুরাতন ডাক বাংলোর ১০১ নম্বর কক্ষে। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত ডাক বাংলো ও ১০১ কক্ষ কালের আবর্তে একদিন হারিয়ে যাবে।

টাউন হল : রংপুর টাউন হলটি শহরে পাকিস্তানি বাহিনীর প্রধান নির্যাতন কেন্দ্র ছিল। এখানে শহর ও শহরতলী থেকে নিরীহ লোক ও নারীদের ধরে এনে অত্যাচার চালিয়ে হত্যা করে টাউন হলের পিছনে অবস্থিত ইদারার মধ্যে ফেলে দিত।

মাহীগঞ্জ পাট গোডাউন : ১৯৭১-এ পাকিস্তানি বাহিনী মাহীগঞ্জ পাট গোডাউন দখলে নিয়ে ক্যাম্প স্থাপন করে। মূলত এই পাট গোডাউনটিতে অবস্থান করতেন বিহারি রাজাকার দল।

লালিয়া টেইলার্স : পতাকা ভবন নামে পরিচিত। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে লালিয়া টেইলার্সের কর্ণধার মকবুল হোসেন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সাংবাদিকের সহযোগিতায় ২৩ মার্চ '৭১ স্বাধীন বাংলার মানচিত্র খচিত লাল-সবুজ পতাকা তৈরি করেন যা রংপুরে প্রথম। সেদিনেই তার বানানো স্বাধীন বাংলার পতাকাটি সাংবাদিক এম এ মজিদ, সাংবাদিক মোজাম্মেল হক, নওয়াজেশ হোসেন খোকা এবং তিনিসহ চারজনে তিন কোণা বিল্ডিং পুরাতন প্রেস ক্লাবের ছাদে (বর্তমানে পায়রা চত্বর) উত্তোলন করেন।

নিসবেতগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয় : এই বিদ্যালয় মাঠে ১৯৬৯-এ বঙ্গবন্ধু স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতা শেখ আমজাদ হোসেনের অনুরোধে বদরগঞ্জ থানার জনসভা বাতিল করে এখানে সমাবেশ করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকার বাহিনী ঘাঘট ব্রিজ পাহারা দেয়ার জন্য বিদ্যালয়টি দখল নিয়ে ক্যাম্প স্থাপন করে। যাতে মুক্তিযোদ্ধারা বদরগঞ্জে ব্রিজটি ধ্বংস করতে না পারে।

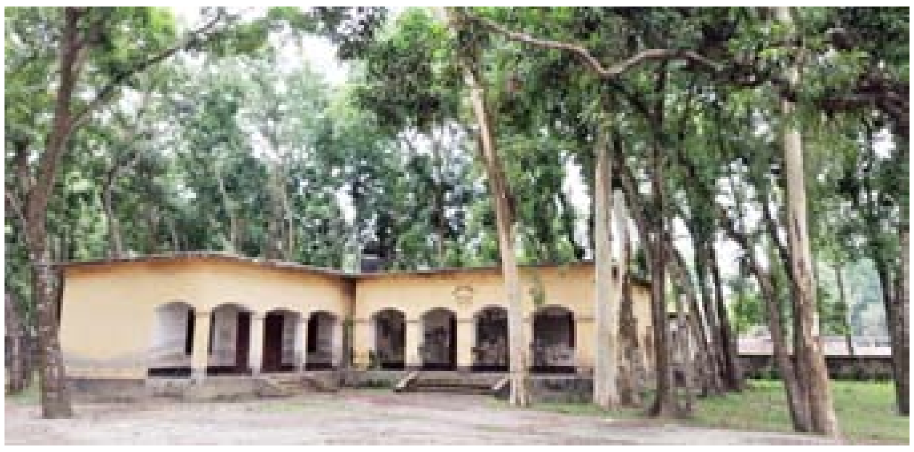

পীরগাছা ডাক বালো : রংপুর শহরের বাইরে পীরগাছা ডাক বাংলোতে পাকিস্তানি বাহিনী ক্যাম্প স্থাপন করে তবে সেখানে পাকিস্তানি বাহিনী রাত্রী যাপন করতেন না। ডাক বাংলোতে রাজাকরা দলের প্রভাব বেশী ছিলো। ছায়াবিথী পাঠাগার ছিল রাজাকার বাহিনীর প্রধান নির্যাতন কেন্দ্র।

রঞ্জন কুমার সিংহ, কর্মসূচি কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

জেনোসাইড অধ্যয়নে তরুণ গবেষকদের ভূমিকা

১ম পৃষ্ঠার পর

জেনোসাইড গবেষণায় তরুণদের অবদান ও এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি উপস্থিত তরুণদের জানালেন ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং গণহত্যা নিয়ে উত্তর আমেরিকায় কীভাবে চর্চা করা হয় এবং তরুণ প্রজন্ম আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কীভাবে গণহত্যা গবেষণায় ভূমিকা রাখতে পারেন। তিনি তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন, গণহত্যার মত ঘৃণ্য কাজ আর যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে নিজেদের তৈরি করতে হবে। তার পিএইচডি গবেষণার বিষয় ছিল, 'এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্ম একাত্তরের গণহত্যা কীভাবে দেখছে'। আমেরিকায় এসংক্রান্ত কাজ করতে গিয়ে তিনি দেখেছেন, পরিবার থেকেই বাবা-মায়েরা বাচ্চাদের সঙ্গে ইতিহাস বা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করেন না। এছাড়াও বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে পাঠ্যবইয়ে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিভিন্ন রকম মতামত এ প্রজন্মের মনে বাংলাদেশের ইতিহাস নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করছে।

সর্বশেষ প্যানেলিস্ট নওরিন রহিম শিক্ষা গবেষণা ও নেটওয়ার্কিং নিশ্চিত করতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ভূমিকা তার বক্তব্যে তুলে ধরেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের তিন ধরনের গবেষণা, প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে স্কুলের শিক্ষার্থীদের দ্বারা শিক্ষকদের সহায়তায় একটি নেটওয়ার্কিং তৈরি করে মুক্তিযুদ্ধের ওরাল হিস্ট্রি সংরক্ষণ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্বেচ্ছাসেবক এবং বিভিন্ন পদে জাদুঘর এবং সেন্টারে কাজ করার সুযোগ প্রদান, বিভিন্ন সেমিনারের আয়োজন, ওয়ার্কশপ এবং ট্রেনিং সেশন, রিসার্চ ফেলোশিপ এবং বহির্বিশ্ব পর্যন্ত নেটওয়ার্কিং তৈরি করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যা সম্পর্কে জানানোর খুব ভালো মাধ্যম হিসেবে ইন্টারন্যাশনাল জেনোসাইড কনফারেন্সসহ জাদুঘরের বিভিন্ন উদ্যোগের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। সবশেষ তিনি তরুণ গবেষকদের কাছে বিশ্বে বাংলাদেশের গণহত্যার স্বীকৃতির জন্য আরো অনেক কাজ করার আশা ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানের সর্বশেষে, সংগীত ও আবৃত্তি পরিবেশন করে বধ্যভূমির সন্তানদল।

তানজিম মালিহা

নিউইয়র্কে বইমেলায় একাত্তরের গণহত্যা বিষয়ক প্রদর্শনী

২৪ থেকে ২৭ মে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের জামাইকা পারফর্মিং সেন্টারে বাঙালির ঐতিহ্যবাহি বইমেলা আয়োজিত হয়। এটি ছিল ৩৩তম আয়োজন। দেশের চল্লিশটি বিশিষ্ট প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান এ আয়োজনে যোগ দেয়। কেবল নিউইয়র্ক নয়, সারা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা থেকে বাংলাদেশী ও ভারতীয় প্রবাসীরা এতে যোগ দেন। বিভিন্ন অধিবেশনে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রবাসীদের পাশাপাশি বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত বিশিষ্টজনেরা। এ ছাড়া প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেন বাংলাদেশ ও প্রবাসে অবস্থানরত প্রথিতযশা শিল্পীবৃন্দ। ২৪ মে বিকেলে বইমেলা উদ্বোধন করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নুরুল হুদা। উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও আগত বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীবৃন্দ। বইমেলা নিউইয়র্কে বাঙালির মিলনমেলার রূপ নেয়।

এ বছরের বইমেলার প্রতিপাদ্য ছিল 'মুক্তিযুদ্ধের বই'। বইমেলায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর একাত্তরের গণহত্যা শীর্ষক প্রদর্শনীর আয়োজন করে। মূল ভবনে চিত্র প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালে সংঘটিত জেনোসাইডের নানা নিদর্শন তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে সে সময়কালে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত আলোকচিত্র স্থান পায়। তুলে ধরা হয় পাকিস্তান বাহিনী ও তাদের দেশীয় সহযোগীদের গণহত্যা, নারী নির্যাতন ও শরণার্থীদের দুর্দশার ঘটনাবলী। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক প্রচারণার অংশ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গত বছর জাতিসংঘের মূল ভবনে এ ধরনের প্রদর্শনীর আয়োজন করে।

বইমেলা উদ্বোধনের অব্যবহিত পর বিশিষ্টজন ও অংশগ্রহণকারীরা প্রদর্শনী স্থলে সমবেত হন। তাদের উপস্থিতিতে প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক, জাতীয় জাদুঘরের চেয়ারম্যান, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি, কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং আয়োজক প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সারওয়ার আলী উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এত স্বল্প সময়ে এত সংখ্যক

নিউইয়র্ক বইমেলায় '৭১-এর গণহত্যা বিষয়ক মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রদর্শনির উদ্বোধন করছেন ট্রাস্টি সারওয়ার আলী। সাথে ট্রাস্টি সারা যাকের ও যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান

মানুষ জেনোসাইডের শিকার হননি। এর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি কেবল শহিদ ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য নয়, জেনোসাইডের মতো ঘৃন্যতম অপরাধ থেকে মানব সভ্যতাকে রক্ষার জন্য প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে প্রবাসী বাঙালিরা বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেন।

'দ্যা স্ক্রাপ'-এর নির্মাতা মাসউদুর রহমান-এর সাথে কথপোকথন

দ্বাদশ লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশের জাতীয় প্রতিযোগিতা বিভাগে সেরা চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের অপারেশনে ধ্বংস হওয়া একটি পাকিস্তানী জাহাজের পানির নিচে ৩৭ বছর থাকার পর উদ্ধার হওয়া ও টিকে থাকার গল্প নিয়ে নির্মিত 'দ্য স্ক্র্যাপ'। এ নিয়ে নির্মাতা মাসউদুর রহমান এর সাক্ষাৎকার নেন দ্বাদশ লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশে এর উৎসব সহকারী তাসনোভা আনজুম মৃত্তিকা।

তাসনোভা: দ্বাদশ লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশের জাতীয় প্রতিযোগিতা বিভাগে আপনার নির্মিত 'দ্য স্ক্র্যাপ' সেরা চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেছে। তা নিয়ে আপনার অনুভুতি কেমন?

মাসউদুর রহমান: অনুভূতি তো অসাধারণ, ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব না। আমার ব্যক্তিগত ফিল্ম ক্যারিয়ারের জন্য এই পুরস্কার একটা মাইলস্টোন। এত বড় একটা প্লাটফর্ম থেকে নিজের কাজের স্বীকৃতি পাওয়া অবশ্যই যে কোন ফিল্মমেকারের জন্য অনেক বড় কিছু।

তাসনোভা: 'দ্য স্ক্র্যাপ' নির্মাণে ও এটির আজকের সফলতায় কার বেশি অবদান মনে করেন?

মাসউদুর রহমান: অবশ্যই এই ফিল্মের সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষজন। মুক্তিযোদ্ধা বশির আহমেদ, যার কারণে জাহাজ আজকে টিকে আছে এই অবস্থায়, তিনি প্রচুর সহযোগিতা করছেন সাক্ষাৎকার ও নানা রকমের ডকুমেন্টস দিয়ে। যেহেতু এটি এর আগে ২০২২ সালে এক্সপোজিশন অফ ইয়ং ফিল্ম ট্যালেন্টস-এ বেস্ট প্রজেক্ট এওয়ার্ড পেয়েছিল, তখন যারা মেন্টরিং করেছিলেন, তাদের পরামর্শ নানাভাবেই কাজে লেগেছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর অর্ধেক ফান্ড দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। ফিল্মের প্রডিউসার সাদিয়া আফরীন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখভাল করেছেন। সবার সহযোগিতায়ই এই সাফল্য ।

তাসনোভা: 'দ্য স্ক্র্যাপ' ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ধ্বংস হওয়া একটি জাহাজের পানির নিচ থেকে ৩৭ বছর পর উদ্ধার হওয়া ও টিকে থাকার গল্প। আপনার অর্জিত এই পুরস্কার জাহাজটি সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে কি ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করেন?

মাসউদুর রহমান: ফিল্মটা দেখলেই বোঝা যায় এই জাহাজ সংরক্ষণের ব্যাপারে প্রশাসনের গাফিলতি একমাত্র দায়ী। এখন এই ফিল্ম যদি গণমানুষকে দেখানোর ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে মানুষ জানবে ও জনগণের পক্ষ থেকে প্রশাসনের উপরে একটা চাপ তৈরি করার মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে এই ফিল্ম। পাশাপাশি যেহেতু এই ফিল্ম জাহাজের আদ্যোপান্ত ধারণ করেছে, সংশ্লিষ্ট মহলকে এ বিষয়ে ভালভাবে ইনফর্ম করার কাজেও এই ফিল্ম ভূমিকা রাখতে পারে। ফলে হয়তো তারা তখন একটা কার্যকর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবে। এছাড়া নিছক পুরস্কার প্রাপ্তি এ জাহাজের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমি মনে করি না।

তাসনোভা: আপনি তো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন। চাকুরিজীবী হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ কতটুকু চ্যালেঞ্জিং মনে হয়েছে আপনার কাছে?

মাসউদুর রহমান: এটা অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং ছিল। মাঝে মাঝেই এমন পরিস্থিতি তৈরি হতো যে, ২টার মধ্যে যেকোন একটাকে রাখতে হবে, অন্যটা ছেড়ে দিতে হবে। যেহেতু ফুলটাইম জব করি এবং চলচ্চিত্র আমার উপার্জনের ক্ষেত্র নয়, তাই মাঝে মাঝেই হতাশ হতাম, ভাবতাম যে ফিল্ম আর করবো না। একইসাথে চলচ্চিত্র নির্মাণ আমার প্যাশন। বাস্তবতা হচ্ছে একটা ফিল্ম বানানো আসলে একটা ফুলটাইম জবের সমান সময় ও তার চেয়েও বেশি ডেডিকেশন ডিমান্ড করে। এখন শিক্ষকতা এবং ফিল্মমেকিংএ ব্যালেন্স করাটাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার।

তাসনোভা: বাংলাদেশের তরুণ প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতাদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন?

মাসউদুর রহমান: এটা সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন। আমি নিজেও নিজেকে তরুণ নির্মাতা বলে মনে করি, সেক্ষেত্রে নিজের জন্য যদি বলি, সস্তা জনপ্রিয়তার পিছনে না ঘুরে, নিজের কাজের জায়গায় পর্যাপ্ত সময়োপযোগী জ্ঞানার্জন, তার যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে ভাল কিছু সৃষ্টি করার চেষ্টা যদি আমরা করি তাহলে মনে হয় বাংলাদেশের প্রামাণ্যচিত্রের ভবিষ্যতের জন্য ভাল হয়।

শ্রদ্ধাঞ্জলি : একাত্তরের পদযাত্রী বীরযোদ্ধা শেখ রফিকুল ইসলাম টুকু

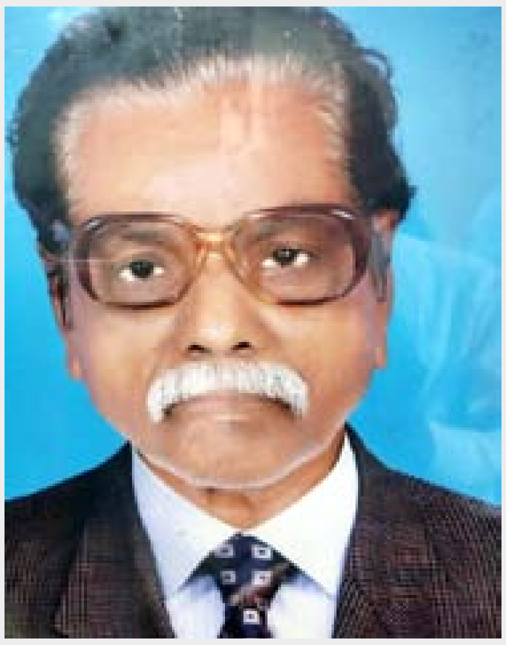

একাত্তরের পদযাত্রী বীরযোদ্ধা ১৯৭১-এ বিশ্বের বিবেককে জাগ্রত করার লক্ষ্যে যশোর, খুলনা ও কুমিল্লা অঞ্চলের ৩৮ তরুণ মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ভারতের বনগাঁ থেকে অখিল ভারত শান্তি সেনা মণ্ডল-এর উদ্যোগে 'বাংলাদেশ হইতে দিল্লী' শীর্ষক ঐতিহাসিক লংমার্চে 'বিশ্ব বিবেক জাগরণ পদযাত্রা' করেছিলেন। সেই ৩৮ তরুণের এক সহযাত্রী বীরযোদ্ধা শেখ রফিকুল ইসলাম টুকু ২৩ মে ২০২৪ বেলা ২ ঘটিকায় যশোরে নিজ বাড়িতে পরলোক গমন করেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সঙ্গে কোন সুহৃদ যখন যুক্ত হন তখন জাদুঘর যেমন আনন্দিত হয়, তেমনি কোন সুহৃদের বিদায়ে ভারাক্রান্ত হয়। এই সুহৃদের সাথে পরিচয় অক্টোবর ২০১০ ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত 'বিশ্ব বিবেক জাগরণ পদযাত্রা' দলের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে। তারপর থেকে বেটে খাটো এই মানুষটি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অংশী হয়ে গেলেন। জাদুঘরের এই সুহৃদ অক্টোবর ২০১১ ও নভেম্বর ২০১৭-এ যশোর জেলায় ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর প্রদর্শনীর সময়ে আমাদের সাথে থেকে নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের শুনিয়েছেন বাংলাদেশ থেকে দিল্লীর ঐতিহাসিক লংমার্চের গল্প। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এজমা জনিত রোগে ভুগছিলেন সুহৃদ শেখ রফিকুল ইসলাম টুকু। ফোনে অসুস্থতার খবর জানতে চাইলে নিজের কুশল পরে জানাতেন আগে জাদুঘরের সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করতেন আর বলতেন আবার ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর নিয়ে যশোর আসার। অসুস্থ এই বীরযোদ্ধার সাথে অক্টোবর ২০২২-এ নড়াইল জেলায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন সময়ে দেখা হয়েছিল আর এই দেখাই আমার সাথে পদযাত্রী বীরযোদ্ধার শেষ দেখা। 'বিশ্ব বিবেক জাগরণ' দলের সদস্য সদ্যপ্রয়াত বীরযোদ্ধার প্রতি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিনম্র শ্রদ্ধা।

রঞ্জন কুমার সিংহ

ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মন্তব্যখাতা থেকে

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। এই নামটি অনেক সময়ই শিক্ষার্থীদের সামনে বলা হয়। তখন অনেক শিক্ষার্থীই প্রশ্ন করে স্যার জাদুঘর দেখতে কেমন? তখন আমার দেখা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বর্ণনা দেই। কিন্তু এতে শিক্ষার্থীরা সন্তুষ্ট হতে পারে না। কারণ সামনা সামনি দেখা আর গল্পের মতো শোনা পার্থক্য তো বিস্তর। এটা নিয়ে অনেক দুশ্চিন্তায় ছিলাম। পরে আশার বাণী শোনালেন অত্র কালিনগর ফাঁসিয়াতলা উচ্চ বিদ্যালয়ের সুযোগ্য সম্মানিত প্রধান শিক্ষক মো: সোহরাফ হোসেন কিরন স্যার। তিনি জানালেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উদ্যোগে আমাদের বিদ্যালয়ে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আসছে যেখানে শিক্ষার্থীরা পরিদর্শণ করতে পারবে ও প্রামাণ্যচিত্র দেখতে পারবে। আমি সহ আমার শিক্ষার্থীরা বেশ উৎফুল্ল ছিল। কবে আসবে কবে আসবে করতে করতে এসে গেল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে উপস্থিত। প্রথমেই শিক্ষার্থীদের প্রামাণ্যচিত্র দেখানো হয়। এরপর সারিবদ্ধভাবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করে।
সত্যিকথা বলতে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরটি আমাদের প্রকৃত জাদুঘরের স্বাদ দিতে সক্ষম হয়েছে। কচিকাঁচা শিক্ষার্থীরা মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে পেরেছে নিজে থেকেই ভ্রাম্যমাণ জাদুঘরের সহায়তায় যা গল্প বলে শেখানো সম্ভব নয়। ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উত্তর উত্তর সফলতা কামনা করছি এবং তাদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।

ইমাম হোসেন রাসেল
সহকারী শিক্ষক, কালিনগর ফাসিয়াতলা উচ্চ বিদ্যালয়
কালকিনি, মাদারীপুর

প্রথমেই আমাদের শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর পক্ষ থেকে সালাম এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্র এবং ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেছি। আজ ১৯-৫-২০২৪ এই দিনটি আমাদের জীবনে চির-স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আজ এই মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্র দেখে আমাদের হৃদয় ছুঁয়ে গেছে। মনে হয় সেখানে আমরাই ডুবে গিয়েছি। মনে মনে আমরা সেখানে গিয়ে সংগ্রাম করেছি। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের এসব ছোট ছোট ছবি দেখে অনেক মুক্তিযোদ্ধা ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গের সম্পর্কে ধারণা পেয়েছি এবং চিনেছি। আমরা বুঝতে পেরেছি সেই সময়ের মানুষেরা অনেক কষ্ট করে এই দেশকে স্বাধীন করেছে, তা আমরা বলে বুঝাতে পারবো না। আমি নিজেও ভাবতে পারিনি এই গাড়িটি ও আলোকচিত্র দেখে আমি এত মুগ্ধ হবো। এসব মিলিয়ে আমাদের দিনটি সারা জীবন মনে থাকবে । আশা করছি এই প্রকল্পটি প্রতিবছর আমাদের দেখানো হয়।

আকতিয়া ফারজানা
শ্রেণি : সপ্তম, রোল : ১
নাগেশ্বরী আদর্শ পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম

প্রথমেই ধন্যবাদ জানাতে চাচ্ছি 'ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর'কে। ঢাকা থেকে দূরে অবস্থানের ফলে আমরা অনেকেই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করতে পারিনি। কিন্তু আজ আমাদের বিদ্যালয়ে এই 'ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর' আসায় আমরা মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জেনেছি অনেক। দেখেছি মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের আলোকচিত্র, তাদের ব্যবহার করা জিনিসপত্র। আমরা আগেও পাঠ্য বইয়ে তাদের সম্পর্কে জেনেছি কিন্তু তাদের ব্যবহার করা জিনিষপত্র কিংবা ছবি দেখিনি। এরফলে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আমরা নতুনভাবে স্পষ্ট ধারনা পেয়েছি। আর প্রামাণ্যচিত্রটিতে বাংলার মুক্তিসংগ্রামের বর্ণনা প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীদের মনে বয়ে নিয়ে গেছে শিহরণ। মুক্তিযুদ্ধসহ ভাষা আন্দোলন, ছয়দফা আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান, যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন, ৭০-এর নির্বাচন প্রত্যেকটি ঘটনা ভিডিওচিত্রের মাধ্যমে দেখতে পেরে খুবই ভালো লেগেছে। সে সময়ের মানুষদের দুরবস্থা দেখে আমাদের চোখে জল এসে গিয়েছে। আমরা জানতে পারলাম সেসময়ে মানুষ যেমন পাকিস্তানী বাহিনীর অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে উঠেছিলো, ঠিক তেমনি তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চারও হয়ে উঠে। যা আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনে অনেক সংগ্রামী হতে অনুপ্রানিত করবে।

ঝুমুর, রুকু, শ্রাবন্তী, মেহেজাবিন, ইতি ও নিমপা
নবম শ্রেণি, দেউতি উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, পীরগঞ্জ, রংপুর

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৪৮১১৪৯৯১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official